সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩০
WEEKLY BOOKLET: 230

জ্বরের ফযীলত

সর্ব প্রথম কার জ্বর হয়ে ছিল?

হাদীস শরীফ পড়ানোর দ্বারা আরোগ্য নসীব হয়

বরকতময় রোগ

একদিনের জ্বর গোপন করার ফযীলত

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২
জ্বর কাকে বলে	৩
সর্ব প্রথম কার জ্বর হয়ে ছিল?	৪
জ্বর হওয়র একটি কারণ	৫
গুনাহের রোগ	৬
গুনাহ চেয়ে বড় আর কি রোগ রয়েছে?	৬
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী	৮
হাদীস শরীফ পড়ানোর দ্বারা আরোগ্য নসীব হয়	১০
কখনো কোন রোগ না হওয়া কি ভালো বিষয়?	১০
বরকতময় রোগ	১১
চল্লিশ দিনের মধ্যে অসুস্থ না হলে তবে?	১১
কোন কল্যাণ নেই	১২
শিরা উপশিরার গুনাহ	১৩
আল্লাহ ওয়ালাগণের শান	১৩
সুসংবাদ শুনে নাও!	১৪
রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে জ্বরের উপস্থিতি	১৪
ইন্তেকাল শরীফের পূর্বে জ্বরের উপস্থিতি	১৬
রোগ মোবারকের অবস্থা	১৮
সাত মশকের হিকমত	১৯
সাত সংখ্যা	২০
আশিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর রোগ শরীফের মধ্যে সাদৃশ্য	২১
তাবীযের বরকত	২২
একদিনের জ্বর গোপন করার ফযীলত	২৪
মৃত্যুর তিনটি দূত	২৪
জ্বরের ১১টি রুহানি চিকিৎসা	২৮
হাঁড় দ্বারা চিকিৎসা করার মাদানী ফুল	৩২

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জ্বরের ফযীলত

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে ব্যক্তি **"জ্বরের ফযীলত"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে অসুস্থ অবস্থায় অভিযোগ করা হতে বাঁচিয়ে তোমার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফজীলত:

আফতাবে শরীয়াত ও তরীকত, শাহ্ জাদায়ে আ'লা হযরত, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামেদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইসলামী জ্ঞানের অনেক বড় আলেম, আশিকে রাসূল, সাহাবায়ে কেরামগণের জন্য প্রাণ উৎর্সগ কারী, আউলিয়ায়ে কেরামের আশিক এবং দরূদ সালামের আশিক ছিলেন। যখনই জ্ঞান চর্চা ও পাঠদানের সময় হতে অবসর পেতেন তখনই যিকির এবং দরূদ পাঠে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। তাঁর শরীরে ফোড়াঁ হয়েছিল যেটার অপারেশনের প্রয়োজন ছিলো। ডাক্তার বেহুশ করার ইনজেকশন লাগাতে চেয়েছিল তখন তিনি নিষেধ করে দেন। তিনি দরূদ ও সালাম পাঠে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, হুশ থাকা অবস্থায় দুই তিন ঘন্টা

অপারেশন চলেছিল। দরুদ শরীফের বরকতে তিনি কোন ধরণের কষ্ট প্রকাশ হতে দেয়নি।

(তাজকিরায়ে মাশায়েখে কাদেরিয়া রযবীয়া, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

শাহ্জাদায়ে আলা হযরত মাওলানা হামেদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার নাতের কিতাব "বিয়াযে পাক" এর মধ্যে লিখেছেন:

শাকিবে দিল ক্বারারে জা মুহাম্মদ মুস্তফা তুম হো,
তবীবে দরদে দিল তুম হো মেরে দিল কি দাওয়া তুম হো।
গরীবো দরদ মন্দো কী দাওয়া তুম হু দোয়া তুম হো,
ফকীরো বে নাওয়ায়ু কী সদা তুম হো নেদা তুম হো।
আনা মিন হামেদ ওয়া হামেদ রযা মিন্নি কে জলওয়ায়ু ছে,
বিহাম দিল্লাহ রযা হামেদ হে আওর হামেদ রযা তুম হো।

(বিয়াযে পাক, ১৩, ১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জ্বর কাকে বলে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাসিক ফয়যানে মদীনার জমাদিউস সানি ১৪৩৮ হিজরি অনুযায়ী ২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: জ্বর আমাদের শরীরে কোন ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে। যেটার কারনে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিক্রত হয়। শরীরের মাঝে বিদ্যমান সাদা কোষ এর বিপরীত কাজ করতে থাকে। যার কারণে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে

www.dawateislami.net

যায়, আর এটাকে জ্বর বলা হয়। যদি তাপমাত্রা ১০২ এর অধিক হয় তখন জ্বর তীব্র হয়ে থাকে।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, জমাদিউস সানি ১৪৩৮ হিজরি)

সর্ব প্রথম কার জ্বর হয়ে ছিল?

আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী, মুহাম্মদ আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন নৌকার মধ্যে প্রত্যেক বস্তু দুই জোড়া করে আরোহন করিয়েছিলেন, তখন তাঁর সাথীগণ আরয করলেন: আমরা কিভাবে নিরাপদে থাকবো কেননা আমাদের সাথে বাঘ ও রয়েছে, তাই **আল্লাহ পাক** বাঘের উপর জ্বরকে আরোপ করে দিলেন, তখন প্রথমবার পৃথিবীতে জ্বর অবতরণ করলো। তারপর লোকেরা ইঁদুরের ব্যাপারে অভিযোগ করলো: এটা আমাদের খাবার ও জিনিসপত্র নষ্ট করে দিচ্ছে। তখন **আল্লাহ পাক** বাঘের অন্তরে ধ্যান সৃষ্টি করে দিলেন তখন তার হাঁচি আসল আর সেটা থেকে বিড়াল বের হলো যার কারণে ইদুর ভয়ে থেমে গেল। **(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৪/৪২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে আগত পরীক্ষা সমূহের উপর **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য

www.dawateislami.net

ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা অনেক সময় শারীরিক রোগ **আল্লাহ পাকের** রহমত লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে আর কোন কোন সময় এসবের কারণে গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কুরআন শরীফের পারা নং ১৬ সূরা মরিয়ম আয়াত নং ৭১ এ ইরশাদ হয়েছে:

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿۷۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না। আপনার রবের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, মুফাসসিরে কুরআন, হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুমিনদের দোযখে প্রবেশ করা (অর্থাৎ তাদের প্রবেশ করা দ্বারা উদ্দেশ্য) তাদের জ্বরে আক্রান্ত হওয়া।

(কাশফুল গুম্মাহ ফি ফাদলিল হুম্মাহ, ৮ পৃষ্ঠা)

জ্বর হওয়ার একটি কারণ:

রাসূলের সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হুযুরে **আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্বরে আক্রান্ত একজন রোগীর সেবা করেছেন, আমি ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

সাথে ছিলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: তোমাকে মুবারকবাদ কেননা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: জ্বর আমার আগুন, আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দাদেরকে এটির মধ্যে পতিত করি যেন কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের বদলা হয়ে যায়।

(হিলিইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৮৮, ৮৯০৭ পৃষ্ঠা। ইবনে মাজাহ, ৪/১০৫, হাদীস: ৩৪৭০)

গুনাহের রোগ:

রাসূলের সাহাবী হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অসুস্থ অবস্থায় কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলো: আপনার কি ধরণের রোগ হয়েছে? (তখন তিনি বিনয় প্রকাশ পূর্বক) বললেন: গুনাহের। আরয করা হলো: আপনি কি চান? তিনি বললেন: গুনাহের ক্ষমা। লোকেরা আরয করলো: আমরা কি আপনার জন্য কোন ডাক্তার ডেকে আনবো? তিনি বললেন: আরোগ্যদানকারী (**আল্লাহ পাক**) ই আমাকে রোগ দিয়েছেন।

(কুতুল কুলুব, ২/৩৬)

গুনাহের চেয়ে বড় আর কি রোগ আছে?

রাসূলের সাহাবী হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শনের প্রতি শত কোটি মারহাবা! এই হাদীসের মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, কেননা মূল

www.dawateislami.net

ধ্বংসাত্মক ও নষ্টকারী রোগ হলো "গুনাহের রোগ", এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন একজন ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে কেমন আছো? তিনি বললেন: "সুস্থ ও নিরাপদে আছি" বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "যদি **আল্লাহ পাকের** নাফরমানি না করো তবে নিরাপত্তার সাথে থাকবে আর যদি নাফরমানি করে থাকো তবে গুনাহের চেয়ে আর বড় কি রোগ আছে। যারা **আল্লাহ পাকের** নাফরমানি করে তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই"। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪/৩৫৮)

ইয়ে তেরা জিসিম জু বিমার হে তাশবীশ ন কর
ইয়ে মরজ তেরে গুণাহো কো মিটা যাতা হে।
আসল বরবাদ কুন আমরাজ গুনাহো কে হে
ভাই কিউ ইসকো ফরামোশ কিয়া যাতা হে।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ. ৪৩২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শারীরিক অসুস্থতা তো অনেক সময় গুনাহ ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয়, আফসোস! আমরা শারীরিক রোগ থেকে বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করে থাকি, হায়! গুনাহের রোগ থেকে বাঁচার জন্যও যদি চেষ্ট করতাম, করোনা ভাইরাস, ডেঙ্গু ভাইরাস, ম্যালেরিয়া, টি.বি, ক্যান্সার, অর্ধ্যাঙ্গ যে রকম ধ্বংসাত্মক রোগ সমূহকে ভয় করি অথচ এর চেয়ে আর ও অনেক মারাত্মক

www.dawateislami.net

রোগ হলো গুনাহের রোগ। গুনাহ করা তো দূরের কথা গুনাহ সর্ম্পকে চিন্তা করা থেকে ও বেচে থাকা উচিত, কেননা শারীরিক রোগ বেশি থেকে বেশি প্রাণ নিয়ে যাবে অথচ গুনাহের রোগ ঈমান বরবাদ করে দিতে পারে।

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য শারীরিক অসুস্থতায় ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব ও প্রতিদান এমনকি শাহাদাতের মর্যাদা ও অর্জন করা যায়, যেমন হাদীসের মধ্যে জ্বর সর্ম্পকে বলা হয়েছেঃ জ্বরে আক্রান্ত মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি শহীদ।

(কানযুল উম্মাল, ২/১৭৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্বর একটি সাধারণ রোগ। হতে পারে এটা কার ও হয়নি। জ্বর সর্ম্পকে কতিপয় হাদীস শরীফ পড়ুন এবং জ্বর অবস্থায় অভিযোগ করার স্থলে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্য ধারণ করে মহান সওয়াব এবং নেকীর অধিকারী হয়ে যান!

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ﷺ এর ৮টি বাণীঃ

(১) যখন কোন পুরুষ বা মহিলা ধারাবাহিকভাবে জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয় আর তার উপর যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ গুনাহ থাকে তবে যখন ঐ রোগ তার কাছ থেকে পৃথক হয় তখন তার মাথার উপর সরিষা দানা পরিমাণ ও গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। **(আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৪/১৫১, হাদীসঃ ৬৭)**

www.dawateislami.net

(২) যে ব্যক্তি একরাত জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে আর সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেছে এবং **আল্লাহ পাকের** উপর সন্তুষ্ট থাকে তবে সে নিজের গুনাহ হতে এমন ভাবে বের হয়ে যায় যেমন সে ঐদিন ছিলো যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬৭, হাদীস: ৯৮৬৮)**

(৩) জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অন্তর্ভুক্ত আর সেটা মুমিনের জান্নামের (একটি) অংশ। **(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/১৫৩, হাদীস: ৮৩)**

(৪) জ্বর হলো জাহান্নামের চুল্লী তাই এর মধ্যে হতে যতটুকু মুমিনের নিকট পৌছাবে তা তার জাহান্নামের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। **(মুসনাদে আহমদ, ৮/২৭৫, হাদীস: ২২২২৭)**

(৫) **আল্লাহ পাক** একটি রাতের জ্বরের কারণে মুমিনের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/১৫৩, হাদীস: ৭৮)

(৬) যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির পায়ের মধ্যে ব্যথা থাকবে আর তার শিরার ব্যথা করতে থাকবে তার এর বিনিময়ে নেকী অর্জিত হতে থাকবে। **(জান্নাতে যাওয়ার আমাল, ৬১৬ পৃষ্ঠা)**

(৭) মুমিন বান্দার যখন গরম বাতাস লাগে বা জ্বর হয় তখন এর উদাহরণ ঐ লোহার মত যেটাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে তবে আগুন এর মরিচা দূরীভূত করে দিয়েছে এবং ভালো অংশই বাকী রেখেছে। **(মুস্তাদরাক, ৪/৫৩৬, হাদীস: ৫৮৮০)**

www.dawateislami.net

(৮) জ্বর কে মন্দ বলিও না, কেননা যে এটাতো গুনাহ হতে এমন ভাবে পবিত্র করে দেয় যেমন আগুন লোহার ময়লা দূরীভূত করে দেয়। **(ইবনে মাজাহ, ৪/১০৪, হাদীস: ৩৪৬৯)**

হাদীস শরীফ পড়ানোর দ্বারা আরোগ্য নসীব হয়

হুজুর মুহাদ্দিসে আজম মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার বললেন: যখন মানুষের রোগ হয়, জ্বর বা মাথা ব্যথা হয় তখন সে ঔষধ খায়, কিন্তু যদি আমার কষ্ট লাগে, তখন আমি হাদীসে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ দান করে থাকি যেটার দ্বারা আমার সুস্থতা অনুভব হয়।

(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

জিসকো মরজে ইশকে নেহী ওহ হে বিমার
আচ্ছা তো ওহী হে জু হে বিমার তোমহারা
হার ওয়াক্ত তারক্কী পে রহে দরদে মুহাব্বত
চাঙ্গা ন হো মাওলা কবি বিমার তোমহারা।

(কিবলায়ে বখশিশ, ৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কখনো কোন রোগ না হওয়া কি ভালো?

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবুল ইয়াকজান আম্মার বিন ইয়াসির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চারিদিকে অনেক লোক হালকা বানিয়ে বসা ছিলো। রোগের ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছিল তখন

www.dawateislami.net

একজন গ্রাম্য লোক গর্ব করে বললো: আমি তো কখনো অসুস্থ হয়নি, এটা শুনতেই তিনি বললেন: তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও, কেননা পরিপূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তিকে বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, এবং তাদের গুনাহ এমন ভাবে ঝরে যায় যে ভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে যায়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৭৮, হাদীস: ৯৯১৩)

বরকতময় রোগ:

আমার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মাথা ব্যথা ও জ্বর এসব বরকতময় রোগ, যা সম্মান্বিত নবীগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام হতো। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ১১৮ পৃষ্ঠা)**

চল্লিশ দিনের মধ্যে অসুস্থ না হলে তবে কি হবে?

হে আশিকানে রাসূল! আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শরীরের হকের মধ্যে কোন কোন সময় হালকা জ্বর, কফ, মাথা ব্যথা ও এর মতো আরো হালকা বিভিন্ন রোগ বিপদ নয় এসব নেয়ামত বরং এসব না হওয়া বিপদ, **আল্লাহর** (নেককার) বান্দাদের উপর যদি চল্লিশ দিন এমন ভাবে অতিবাহিত হয় যে, কোন ধরণের রোগ শোক হয়নি (অর্থাৎ রোগ ও পেরেশানি না আসে) তখন তারা

www.dawateislami.net

ইস্তিগফার ও তাওবা করতে থাকে (অর্থাৎ যে ভাবে অবাধ্যদের গুনাহের কারণে অবকাশ দেয়া হয় কখনো যেন আমাদের সাথে এমন না হয়।) (ফাযায়িলে দোয়া, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

কোন কল্যাণ নেই:

হে আশিকানে আউলিয়া! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ الله কাজের পদ্ধতি ছিলো; যদি কোন বৎসর তাদের প্রাণ ও সম্পদের উপর কোন ধরণের বিপদ না আসতো, তখন তারা ঘাবড়িয়ে যেতেন আর বলতেন: "মুমিনগণের প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন না কোন ঘাবড়িয়ে দেয়া বিষয় বা পরীক্ষা অবশ্যই পৌছে থাকে।" হযরত দাহ্হাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি চল্লিশ রাতের মধ্য হতে কোন এক রাতে ও যদি সে কোন দুঃখ ও পেরেশানীতে পতিত না হয়, তবে **আল্লাহ পাকের** দরবারে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫ পৃষ্ঠা)

ওহ কেহ আফাত মে মুবতালা হে,
জু গিরেফতারে রনজ ও বালা হে।
ফযল সে উনকো সবর ও রিযা কি,
মেরে মাওলা তো খায়রাত দে দে।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শিরা উপশিরার গুনাহ

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক প্রকারের রোগ ও কষ্ট শরীরের যে অংশে (জায়গায়) উপর হয়ে থাকে সেটা অধিক কাফ্ফারা হয়ে থাকে ঐ জায়গার যেটার বিশেষ সম্পর্ক এর সাথে রয়েছে কিন্তু জ্বর এমন একটি রোগ, যেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় যেটার দ্বারা **আল্লাহর** হুকুমে (**আল্লাহ পাকের** হুকুমে) সকল শিরা উপশিরার গুনাহ বের করে নেয়া হয়। اَلْحَمْدُلِلّٰه আমার অধিকাংশ সময় জ্বর ও মাথা ব্যথা থাকে। **(মলফুজাতে আলা হযরত, ১১৯ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ ওয়ালাগণের শান:

ইমাম আবু তালেব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন আরেফ (অথাৎ **আল্লাহ পাকের** পরিচয় লাভ কারী বুযুর্গ) বলেন: যে আমার অন্তর সবচেয়ে বেশি তখন পরিষ্কার হয়ে থাকে যখন আমার জ্বর হয়ে থাকে। **(কুতুল কুলুব, ২/৩৭)**

অনুরূপভাবে **আল্লাহ** ওয়ালাগণের পক্ষ হতে বর্ণিত আছে: نَحنُ نَفرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَايَفرَحُ اَهْلُ الدُّنْيَا بِالنِّعَمِ অর্থাৎ আমার বালা-মুছিবত আসার কারণে এমন খুশী হয়ে থাকি যে, যেভাবে দুনিয়াদার দুনিয়াবী নেয়ামত লাভ করার দ্বারা খুশী হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! মুছিবত অনেক সময় মুমিনদের

www.dawateislami.net

হকে রহমত হয়ে থাকে ও ধৈর্য ধারণ করে মহান প্রতিদান এবং বিনা হিসাবে জান্নাত পাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

চুপ কর সিয় তা মুতি মিলসন, সবর করে তা হিরে
পাগেলা ওয়ানগো রোলা পাভে না মুতি না হিরে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুসংবাদ শুনে নাও!

হযরত বিবি উম্মে মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি অধিক জ্বরের কারণে কাঁপ ছিলাম যে, আমার কাছে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেলেন আর ইরশাদ করলেন: হে উম্মে মালেক তোমার কি হয়েছে? আমি আরয করলাম: উম্মে মিলদাম (এটা জ্বরের উপনাম) **আল্লাহ পাক** যেটা ইচ্ছা করেছেন সেটাই করেছেন, **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে উম্মে মালেক! জ্বরকে মন্দ বলিও না, কেননা **আল্লাহ পাক** এর কারণে বান্দার গুনাহ এমন ভাবে বের করে দেন যেভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।

(কাশফুল গুম্মাহ ফি ফাদলিল হুম্মা, ৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলে পাক ﷺ এর দরবারে জ্বরের উপস্থিতি:

মুসলমাদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে

www.dawateislami.net

উপস্থিত হন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে জ্বর তাশরীফ এনেছিল, হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর হাতে নিজের হাত রাখেলেন তখন হাত একেবারে গরম হওয়ার কারণে তুলে নিলেন ও আরয করলেন: **ইয়া** রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি আজকের দিন বা কাল রাতে সত্তরটি এমন সূরা তিলাওয়াত করেছি যেগুলির মধ্যে সবয়ে[১] তিলাওয়াল ছিলো, হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** নিশ্চয় আপনার উসিলায় আপনার পরের ও পূর্বের (সকলের) গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন তাই আপনি আপনার উপর দয়া করুন, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কেন আমি কি **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপকারী বান্দা হবো না? **(কাশফুল গুম্মাহ ফি ফাদলিল হুম্মা লিসসূয়ুতী, ১৬ পৃষ্ঠা)**

হযরত মুফতী ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: জানা গেলো, গোলাম মালিকের

১ সূরা বাক্বারা, আলে ইমরান, আন-নিসা, সূরা মায়েদা, আল-আনআম, আল-আ'রাফ, আর-আনফাল, আত-তাওবা, এই ৮ সূরাকে সবয়ে তিলাওয়াত বলা হয় এবং আনফাল ও তাওবার মাঝখানে বিসমিল্লাহ না থাকার কারণে এটিকে একটি গণনা করা হয়েছে। .... ইলমিয়া।

www.dawateislami.net

কুশল বিনিময় ও করবে এবং তাঁর শরীরে হাত ও লাগাবে, হাদীস শরীফের এই অংশ (**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কি এই জ্বর **তাঁর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাওয়াব বৃদ্ধি করার জন্য?) হাদীসের এই অংশের ব্যাখ্যায় মুফতী ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা হলো সম্মান্বিত সাহাবীগণের আদব ও সম্মান অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা ধারণা ও করা যাবে না, তাঁর রোগ গুনাহের ক্ষমার জন্য, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গুনাহ ও ভুলত্রুটির দিকে সম্পর্কই বা কি, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসুস্থতা শুধুমাত্র মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হতে পারে। এর দ্বারা জানা গেলো, যে সকল বিষয় দ্বারা গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে তা দ্বারা নেককার (**আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাগণের) মর্যাদা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। (হাদীসের মধ্যে) মুসলমান দ্বারা গুণাহগার মুসলমান উদ্দেশ্য। **(মিরআতুল মানাজিহ, ২/৪১০-৪১১)**

ইন্তেকাল শরীফের পূর্বে জ্বরের উপস্থিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী, মক্কী-মাদানী, মুহাম্মদ আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসুস্থতার সময় সীমা (ইন্তেকালের পূর্বে) **১২** দিন ছিলো আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বর শরীফ মাথা ব্যথার কারণে

www.dawateislami.net

ছিলো। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সূরা নাসর (اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰہِ وَالۡفَتۡحُ ۙ) অবতীর্ণ হলো তখন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমাকে আমার ইন্তেকালের খবর দেয়া হয়েছে। (সুনানে দারেমী, আল-মুকাদ্দামা, ১/৫১, হাদীস: ৭৯) অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট এ অবস্থায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন যে, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জ্বর ছিলো। (রোগ মোবারকের দিন সমূহে) প্রাণ উৎর্সগকারী সাহাবীগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যখন তাদের অন্তরের প্রশান্তি রহমতে কাউনাইন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ব্যতীত নামায আদায় করছিলেন, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্মরণে অনেক বেশি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন। যা শুনে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন:

হে **আল্লাহ পাক**! জ্বরের উপর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে হুকুম দাও যাতে তোমার নবীর উপর জ্বরের মাত্রা কমিয়ে দেয় যাতে আমি বাহিরে গিয়ে লোকদেরকে নামায পড়াতে পারি এবং দুনিয়া ত্যাগ করার আগে আমার সাহাবীগণকে "আল-ওয়াদা" বলতে পারি। (দোয়ার প্রভাব অতি তাড়াতাড়ি প্রকাশ পেলো) হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর (বরকতময়) শরীরের মধ্যে জ্বরের মাত্রা কমে গেল এবং

www.dawateislami.net

অযু করে হযরত ফদল বিন আব্বাস, হযরত উসামা বিন যায়েদ ও হযরত আলী মারতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সাহাবীগণের আশ্রয়ে ঘর থেকে বাহিরে তাশরীফ আনলেন।

(আর-রউযুল ফায়েক, ২৬১ পৃষ্ঠা)

রোগ মোবারকের অবস্থা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী, মক্কী-মাদানী, মুহাম্মদ আরাবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইন্তেকাল শরীফের রোগ মোবারকের শুরু মাথা মোবারকের ব্যথা শরীফ দিয়ে হয়েছিল আর প্রকাশ থাকে, মাথা ব্যথা জ্বরের সহকারে ছিল কেননা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসুস্থ অবস্থায় জ্বরের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি বড় পাত্রের মধ্যে তাশরীফ নিতেন আর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সাত মশক পানি ঢালা হতো, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পানি দ্বারা শীতলতা লাভ করতেন, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কম্বল শরীফ জড়িয়ে থাকতেন, যারা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর হাত রাখতেন তাদের কম্বল শরীফের উপর হতে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জ্বর শরীফ এর উত্তাপ অনুভব হতো, এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার উপর এভাবে কষ্ট অধিক হয়ে থাকে আর আমার জন্য

www.dawateislami.net

সাওয়াব বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার এমন জ্বর আসে, যা তোমাদের দুই জন পুরুষের হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৩৭০, হাদীস: ৪০২৪। বুখারী, ৩/১৫৫, হাদীস: ৪৪৪২। বুখারী, ৪/৫, হাদীস: ৫৬৪৮ হতে নেয়া হয়েছে)

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে অধিক কঠিন রোগে কাউকে দেখিনি (অর্থাৎ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক রোগ, মাথা ব্যথা, জ্বর শরীফ ইত্যাদি অন্যদের তুলনায় অধিক ছিল। (মিরআত, ২/৪১১)

সাত মশকের হিকমত

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা কারী হযরত আল্লামা গোলাম রাসূল রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি পাত্রের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে যেতেন আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সাত মশক পানি ঢালা হতো) ব্যাখায় লিখেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে পাত্রের মধ্যে বসানো হতো ঐটা সম্ভবত কাঠের তৈরী ছিল আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা (পানি) এই জন্য তালাশ করে ছিলেন: রোগীর উপর যখন ঠান্ডা পানি ঢালা হয় তখন কতিপয় রোগে তার শক্তি আপন অবস্থায় ফিরে আসে, হুযুরে

www.dawateislami.net

আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মশকের মধ্যে এই শর্তারোপ করেছেন যে যাতে মশকের মূখ খোলা থাকে কেননা হাতের পানি দ্বারা স্পর্শ না হওয়ার কারণে পানি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে থাকে এবং সাত মশক এই জন্য ইরশাদ করেছেন: সাত সংখ্যার মধ্যে বরকত রয়েছে। (তাফহীমুল বুখারী, ১/৪৬১)

সাত সংখ্যা:

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সাত সংখ্যাটি উত্তম সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৩২) আর সাত সংখ্যাটির ক্ষতি এবং বিপদ-আপদ (ক্ষতি, মুসিবত দূর করার জন্য) একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/১৮৩) অন্য এক জায়গায় আরো বলেন: সাত সংখ্যার মধ্যে হিকমত ও রহস্য হলো; এটিকে বিষ ও যাদুর ক্ষতি দূর করার মধ্যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তবে তাকে ঐ দিন বিষ ও যাদু কোন ধরণের ক্ষতি করতে পারবে না।

(বুখারী, ৩/৫৪০, হাদীস: ৫৪৪৫, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/১৮৩ হতে নেয়া হয়েছে)

সাত ফরদো মে নজর আওর নজর মে আলম-
কুছ ছমজ মে নেহি আতা ইয়ে মুয়াম্মা তেরা।

(যওকে নাত, ২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ফানাফির রাসূল, আশিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রোগ শরীফের মধ্যে সাদৃশ্য:

মুসলমানদের প্রথম খলিফা আশিকে আকবর হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওফাত (শরীফ) এর আসল কারণ হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওফাত (শরীফ)। যেটার শোক হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর কলব মোবারক হতে কমেনি এবং সেই দিন হতে ধারাবাহিকভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শরীর মোবারক ক্লান্ত ও দূর্বল হতে থাকে। ৭ই জুমাদিউল উখরা ১৩ হিজরী সোমবার শরীফে তিনি গোসল করেন, ঠান্ডার দিন ছিলো, জ্বর এসে যায়। সাহাবীগণ দেখার জন্য এসে ছিলো। আরয করতে লাগল: হে খলীফায়ে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! অনুমতি দিলে আমরা ডাক্তার আনবো যিনি আপনাকে দেখবে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: ডাক্তার আমাকে দেখে ফেলেছেন। তারা বললেন: ডাক্তার কি বলেছেন? হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: اِنِّیۡ فَعَّالٌ لِّمَا اُرِیۡدُ অর্থাৎ আমি যা ইচ্ছা করি, তাই করি। উদ্দেশ্য ছিলো এটা যে, আরোগ্য দানকারী হলো **আল্লাহ পাক,** যার মর্জিকে কেউ মিটাতে পারে না যা তাঁর ইচ্ছা তাই হয়ে থাকবে। ১৫ দিনের অসুস্থতার পর ২২ই

www.dawateislami.net

জমাদিউস সানি ১৩ হিজরি মঙ্গলবার রাতে ৬৩ বৎসর বয়সে এই অস্থায়ী জগত হতে বিদায় নেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ (সাওয়ানেহে কারবালা, ৪৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বঠক সাকতি নেহী হাম আপনে মানযিল টুকরো মে হে
নবী কা করম হে আওর রাহনুমা ছিদ্দিকে আকবর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

তাবীযের বরকত:

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তির জ্বর হয়েছিল, তাঁর সম্মন্বিত উস্তাদ হযরত শায়খ ওমর বিন সাঈদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ দেখার জন্য গিয়ে ছিলেন আর গিয়ে তাকে একটি তাবীয দিয়ে বললেন: এটা কেউ খুলে দেখি ও না। তিনি যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি তাবীয বেধে নিলেন, তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে যায়। সে সেটা (তাবীয) না খুলে থাকতে পারলো না, খুলে যখন দেখলো তখন তাতে: "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" লেখা ছিলো। অন্তরের কুমন্ত্রণা চলে আসল, এটা তো যে কেউ লিখতে পারে! বিশ্বাসের মধ্যে কমতি আসার সাথে সাথে তখনিই জ্বর চলে আসল। ঘাবড়িয়ে গিয়ে তিনি শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়ে

www.dawateislami.net

ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন। তিনি তাবীয বানিয়ে নিজের মোবারক হাত দ্বারা আবার বেঁধে দিলেন, তখন জ্বর আবার চলে গেল। এখন তিনি খুলে দেখতে নিষেধ করে নাই কিন্তু ভয়ে আর খুলে দেখে নাই। অবশেষে এক বৎসর পর যখন খুলে দেখল তখন ঐ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" লেখা ছিল। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মধ্যে বড়ই বরকত রয়েছে, আর এর মধ্যে রোগের চিকিৎসা ও রয়েছে। এই ঘটনা দ্বারা শিক্ষা অর্জন হয়েছে যে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ الله যদি কোন জায়েজ বিষয় হতে নিষেধ করেন তখন বুঝে না আসা সত্বে ও তা হতে বিরত থাকা উচিত। আর এই শিক্ষা ও অর্জিত হয়েছে, তাবীয খুলে দেখা উচিত নয়। যে এর দ্বারা বিশ্বাস পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর এটা ভাজ করার বিশেষ পদ্ধতির সাথে বাধাঁর সময় অনেক সময় কিছু পড়া ও হয়ে থাকে। তাই খুলে দেখার দ্বারা এর উপকারিতা কমে যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

একদিনের জ্বর গোপন করার ফযীলত

মুস্তফা জানে রহমত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাদীসের মধ্যে রয়েছে: যার জ্বর হয়েছে আর সে একদিন নিজের জ্বর গোপন করলো, তখন **আল্লাহ পাক** তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেন যেভাবে মায়ের পেট হতে বের হয়ে ছিল। তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। আর তার দোষ গোপন করবেন। যেমনি ভাবে দুনিয়ার মধ্যে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ হতে আগত হওয়া বিপদ (অথাৎ রোগ) তাকে আক্রান্ত করেছে।

(মাওসুয়াতু আবিদ-দুনিয়া, ৪/২৯৩)

ওহ কে আফত মে মুবতালা হে, জু গ্রেফতারে রনজ ওয়া বালা হে।
ফদল সে উনকো সবর ও রিযা কি, মেরে মাওলা তো খায়রাত দেদে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুের তিনটি দূত:

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام ও হযরত আজরাঈল, মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام এর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিলো। একবার যখন হযরত মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام আসলেন তখন হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন:

www.dawateislami.net

আপনি কি আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য এসেছেন না আমার রুহ কবজ করার জন্য এসেছেন? আরয করলেন:সাক্ষাত করার জন্য এসেছি। আর বললেন:ধ আমার ওফাতের পূর্বে আমার নিকট আপনার দূত পাঠিয়ে দিবেন। মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনার নিকট দুই অথবা তিন জন দূত পাঠাব। অতঃপর যখন মালাকুল মাউত রুহ কবজ করার জন্য আসলেন তখন হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনি আমার ওফাতের পূর্বে যে দূত পাঠানোর কথা ছিলো, সেগুলোর কি হলো? হযরত মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: কালো চুলের পর সাদা চুল, শারীরিক শক্তির পরে দূর্বলতা এবং সোজা কোমরের পর কোমর বাকা হয়ে যাওয়া। হে ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام! মৃত্যুর পূর্বে মানুষের নিকট এই গুলিই আমার দূত। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মৃত্যু আসার আগে মালাকুল মাউত তার দূত পাঠিয়ে থাকে, বর্ণিত তিন জন দূত ছাড়া ও হাদীসে মোবারাকার মধ্যে আর ও অতিরিক্ত দূতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রোগ, কান এবং চোখের পরিবর্তন (দৃষ্টি ভাল থাকা তারপর দূর্বল হয়ে যাওয়া এবং শোনার শক্তি ভাল থাকার পর বধিরতা চলে আসা) ও মৃত্যুর দুত। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জ্বর মৃত্যুর

www.dawateislami.net

দূত আর এই জমিন **আল্লাহ পাকের** জেলখানা যেটার মধ্যে **আল্লাহ পাক** তার বান্দাদের মধ্যে হতে যাকে চান বন্দি করে রাখেন অতঃপর তাকে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। (মাওসুয়াতু আবিদ-দুনিয়া, ৪/২৪৪ হতে সংগৃহীত) আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক এমন রয়েছে যে, যাদের নিকট মালাকুল মাউত এর দুত আগমন করেছে কিন্তু এই অলসতার কথা কি বলবো! যদি কালো চুলের পর চুল সাদা হতে থাকে অথচ এটা মৃত্যুর দূত কিন্তু নিজের অন্তর কে প্রশান্তি দেয়ার জন্য বলে থাকে যে, এটা তো ফ্লু এর কারণে চুল সাদা হয়ে গেছে! অনুরুপ ভাবে রোগ যেটা মৃত্যুর অন্যতম দূত কিন্তু এর মধ্যে ও সাধারণত উদাসীনতা করা হয়ে থাকে, অথচ "রোগের" কারণে দৈনন্দিন অসংখ্য মানুষ মৃত্যু বরণ করছে! রোগীর তো বেশী পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণে আসা উচিত যে, কে জানে, যে রোগ কে সামান্য মনে করা হচ্ছে সেটাই ধ্বংস কারী আকৃতি ধারণ করে মূর্হুতের মধ্যে শেষ করে দিবে তারপর নিজের রুহ নিয়ে যাবে, শত্রুরা খুশী উদযাপন করবে এবং মৃত্যু বরণ কারী মৃত্যু হতে উদাসীন রোগী মণ মণ মাটির নিচে অন্ধকার কবরের মধ্যে গিয়ে পতিত হবে! এখন মৃত্যু বরণ কারী হবে এবং তার ভাল-মন্দ আমল থাকবে। **আল্লাহ পাক** সূরা তাওবা আয়াত নং ১২৬ এর মধ্যে ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِیْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لَا یَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ یَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۲۶﴾

(পারা: ১১, তাওবা: ১২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা কি অনুধাবন করছে না যে, প্রতি বছরই এক অথবা দু'বার পরীক্ষা করা হচ্ছে, অতঃপর তারা না তাওবা করছে, না উপদেশ গ্রহণ করছে।

হুজ্জতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে: পরীক্ষা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; রোগের মধ্যে পতিত করা। (অন্য এক জায়গায় বলেছেন:) জ্বর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমল করার ক্ষেত্রে অলসতা দূর করে।

(ইহ্ইয়ায়ুল উলুম, ৪/৩৫৮)

শত কোটি আফসোস! এখন তো অনেক হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীকে প্রশান্তি দেয়ার জন্য নানা ধরনের গুনাহে ভর পুর চ্যানেল ও সঙ্গীতে ভরপুর দৃশ্য সমূহ দেখানো হয়ে থাকে যাতে এই ভাবে রোগীর খেয়াল পরির্বতন হয়ে যায় ও শান্তি পায়, এবং অনেক লোক শ্লোগান হলো সঙ্গীত হলো রুহের খোরাক, না না! এটা কোন অমুসলিমের ও খারাপ স্বভাবের লোকের রুহের খোরাক হতে পারে কিন্তু **আল্লাহ পাক** ও তার প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যারা

www.dawateislami.net

অনুসরণ কারী পরিপূর্ণ মুমিনের সেটা কখনো রুহের খোরাক হতে পারে না। যদি আপনার খোরাক চায় তাহলে আসুন বলছি রুহের খোরাক কি এবং এটা কিভাবে মিলবে **আল্লাহ পাক** ১৩তম পারার সূরা রা, দের আয়াত নং ২৮ এর মধ্যে ইরশাদ করেন: اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** শুনে নাও, **আল্লাহর** স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।

এখন একজন মুসলমানের জন্য চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই, কেননা প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন শরীফের প্রতিটি অক্ষরের উপর ঈমান রয়েছে। আর যা কুরআন শরীফ বলে দিয়েছে সেটা সত্য ও পরিপূর্ণ সত্য। গান বাজনা শোনা ও শোনানো শয়তানী কাজ। সৌভাগ্যবান মুসলমান এই সকল বিষয়ের কাছেও যায় না।

জ্বরের ১১টি রুহানি চিকিৎসা:

১. আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সূরা মুজাদালা" যেটা আটাইশ তম পারার প্রথম সূরা, আছরের পর তিন বার পাঠ করে পানির মধ্যে ফুঁক দিয়ে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করাবে। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ৩২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

২. জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি বেশী পরিমাণে "بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْر" পড়তে থাকবে। (অসুস্থ আবিদ, ২৫ পৃষ্ঠা)

৩. গরম জ্বর হলে তখন "يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ" ৪৭ বা লিখে (অথবা কারো দ্বারা লিখিয়ে) প্লাষ্টিক কোটিন করে চামড়া অথবা রেকজিন অথবা কাপড়ের মধ্যে সেলাই করে গলার মধ্যে পরিধান করবে, اِنْ شَآءَ الله জ্বর ভালো হয়ে যাবে।

(অসুস্থ আবিদ, ২৫ পৃষ্ঠা)

৪. يَاغَفُوْرُ কাগজের মধ্যে তিনবার লিখে (অথবা কার ও দ্বারা লিখিয়ে) প্লাষ্টিক দ্বারা মুড়িয়ে চামড়া বা রেকজিন অথবা কাপড়ের মধ্যে সেলাই করে গলার মধ্যে অথবা হাতের মধ্যে বেধেঁ দিবে, اِنْ شَآءَ الله প্রত্যেক প্রকারের জ্বর হতে শেফা মিলবে। (অসুস্থ আবিদ, ২৫ পৃষ্ঠা)

৫. لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৩০বার কাগজে লিখে পানির বোতলে দিয়ে রোগীকে দিনে তিন বার অল্প অল্প করে পান করাবে, اِنْ شَآءَ الله জ্বর চলে যাবে, প্রয়োজনে অধিক পানি মিশাবে। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত) (অসুস্থ আবিদ, ২৫ পৃষ্ঠা)

৬. لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿۱۳﴾ "**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাতে না রৌদ্র দেখবে, না অতি শীত।" এই আয়াত শরীফ (শুরুতে এবং শেষে একবার করে দরুদ শরীফ) পাঠ করে

www.dawateislami.net

ফুঁক দিবে। اِنْ شَآءَ الله জ্বরের আধিক্যতার মধ্যে কমতি অনুভব হবে ও রোগী প্রশান্তি অনুভব করবে।

৭. ইমাম জাফর ছাদেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সূরাতুল ফাতিহা ৪০বার (শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ) পাঠ করে পানির মধ্যে ফুঁক দিয়ে জ্বর আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে ছিটিয়ে দিবে। اِنْ شَآءَ الله জ্বর চলে যাবে।

৮. **আল্লাহ পাকের** প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বর ছিল তখন হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এই দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে ছিলেন: " بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْعَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ **অনুবাদ: আল্লাহর** নাম নিয়ে আপনার উপর ফুঁক দিচ্ছি প্রত্যেক এমন বস্তু হতে যে গুলি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, প্রত্যেক নফসের ক্ষতি থেকে অথবা প্রত্যেক হিংসাকারী চক্ষু হতে, **আল্লাহ পাক** আপনাকে শেফা দান করুক, আমি আপনার উপর **আল্লাহর** নাম নিয়ে ফুঁক দিচ্ছি। (মুসলিম, ১২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৮৬) জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি কে আরবীতে দোয়া (শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ) পাঠ করে ফুঁক দিবে।

৯. জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি এই দোয়াটি পড়বে: " بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ **অনুবাদ: আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের নামে আমি প্রত্যেক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী শিরার ক্ষতি হতে ও আগুনের তীব্রতা থেকে **আল্লাহ পাকের** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিরমিযি, ৪/২০, হাদীস: ২০৮২)

১০. হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে: যখন তোমাদের মধ্যে কারো জ্বর আসে তখন তার উপর তিন দিন পর্যন্ত সকালের সময় ঠান্ডা পানির ছিটা দিতে হবে।

(মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৯/২৫৮, হাদীস: ৭৬২৬)

১১. হাদীসে মোবারকের মধ্যে রয়েছে: জ্বর জাহান্নামের গরমের অন্তর্ভুক্ত, এটাকে পানি দ্বারা ঠান্ডা করো।

(বুখারী, ২/৩৯৬, হাদীস: ৩২৬৩)

হযরত মুফতী ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনার মূল কথা হলো: আরব বাসীদের অধিকাংশ সময় "হলুদ জ্বর" হয়ে থাকে যেটার মধ্যে গোসল করা উপকারী হয়ে থাকে। আমরা যারা অনারবী অর্থাৎ আরবী নয়। অভিজ্ঞ ডাক্তার (অভিজ্ঞ ডাক্তার) এর পরামর্শ ছাড়া গোসলের মাধ্যমে জ্বরের চিকিৎসা উচিত নয়, কেননা আমাদের এমন জ্বর হয়ে থাকে যে, যেটার মধ্যে গোসল ক্ষতিকারক, এর মাধ্যমে নিউমোনিয়া হওয়ার আশংকা রয়েছে। হযরত আল্লামা ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি হাদীসে পাকের অনুবাদ পড়ে জ্বরের গোসলের মাধ্যমে চিকিৎসা করে ছিল তখন তার

www.dawateislami.net

নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। আর বড়ই বিপদ হতে কোন রকমে তার প্রাণ বেঁচে ছিল তখন সে হাদীসে পাকের অস্বীকার কারী হয়ে গিয়েছিল। অথচ সেটা তার অজ্ঞতা ছিল। **(মিরআতুল মানাজিহ, ২/৪২৯-৪৩০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা হতে এই বিষয় টা জানা গেল, সাধরণ মানুষ দের অনুবাদ পড়ার সাথে সাথে কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ ও পড়া উচিত। (বরকত ময় হাদীস পাঠ করে কোন আশিকে রাসূল আলেমে দ্বীন অথবা মুসলিম মুফতী থেকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া চিকিৎসা করবে না)

হাঁড় দ্বারা চিকিৎসা করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাঁড় ও **আল্লাহ পাকের** নেয়ামত ও এর মধ্যে ও পুষ্টি রাখা হয়েছে। যে সকল লোকেরা ঘরের মধ্যে রান্না করার জন্য হাঁড় ছাড়া মাংস ক্রয় করে নিয়ে আসে সে নিজের সাথে সাথে ঘরের বাসিন্দাদেরকে ও **আল্লাহ পাকের** নেয়ামাত হতে বঞ্চিত করে থাকে। অবশ্যই **আল্লাহ পাকের** কোন জিনিস অর্নথক সৃষ্টি করেননি। হাঁড় পুষ্টির সাথে সাথে ঔষধের ও কাজ করে থাকে। চিকিৎসক গণ অনেক রোগীকে হাঁড়ের ঝোল পান

www.dawateislami.net

করার জন্য পরার্মশ দিয়ে থাকে। আমাদের ও হাঁড়ের ঝোল পান করতে হবে।

অবশ্যই শুধুমাত্র একবারে খাস মাংসের সোপ কখনো পান করেননি! হাঁড় অনেক গুরুত্ব পূর্ণ, ডাক্তারী পদ্ধতি অনুযায়ী হাঁড় হতে পাওয়া তরল বস্তুর ইনজেকশন ও রোগীদেরকে পোষ করা হয়ে থাকে। গাভীর শিং পিষে খাবারের মধ্যে মিশিয়ে চৌতালী কে (যাদের প্রত্যেক চর্তুথ দিনে জ্বর হয়ে থাকে) খাওয়ালে **আল্লাহ পাকের** হুকুমে (**আল্লাহ পাকের** হুকুমে) আরোগ্য লাভ হবে।

(হায়াতিল হায়ওয়ানিল কুবরা, ১/২১৯)

ন হো আরাম জিস বিমার কো সারে জামানে সে,
উঠা লে জিয়ে তোড়ি খাক উন কে আসতানে সে।
ন পৌছে উন কে ক্বদমো তব ন কোছ হুসনে আমল হে,
হুসন কিয়া পৌছতে হো হাম গিয়ে গোজরে জামানে সে।

(যওকে নাত, ২১৪, ২১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net